بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ আগস্ট, ২০২২ মোতাবেক ২৬ যহুর, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর (রা.)'র সিরিয়া অভিমুখে প্রেরিত বিভিন্ন সেনাদলের উল্লেখ করা হচ্ছিল যা শত্রুর আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনটি (বাহিনীর) উল্লেখ গত খুতবায় করা হয়েছে আর চতুর্থ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আমর বিন আস (রা.)। এ সম্পর্কে লিখা রয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) একটি সেনাদল হযরত আমর বিন আস (রা.)'র নেতৃত্বে সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আমর বিন আস (রা.) সিরিয়া যাওয়ার পূর্বে **কুযা'আ** (অঞ্চলের) একাংশের যাকাত সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। অপরদিকে কুযা'আর অন্য অর্ধাংশের যাকাত সংগ্রহের জন্য হযরত ওয়ালীদ বিন উকবা (রা.) নিযুক্ত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন সিরিয়ার অভিমুখে বিভিন্ন সেনাদল প্রেরণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন তখন তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল, হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে সিরিয়াতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তার কৃতিত্বের জন্য, অর্থাৎ হযরত আমর (রা.)'র অনন্য ভূমিকার জন্য যা তিনি ধর্মত্যাগের নৈরাজ্য দূর করার ক্ষেত্রে প্রদর্শন করেছিলেন, হযরত আবু বকর (রা.) তাকে এই অধিকার প্রদান করেন যে, তিনি চাইলে কুযা'আতে অবস্থান করতে পারেন অথবা সিরিয়া গিয়ে সেখানকার মুসলমানদের শক্তি বা মনোবল বৃদ্ধির কারণ হতে পারেন। অতএব, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে পত্র লিখেন, হে আবু আব্দুল্লাহ্! আমি তোমাকে এমন একটি কাজে নিয়োজিত করতে চাই যা তোমার ইহ ও পরকাল উভয়ের জন্য সর্বোত্তম, কিন্তু তুমি যে দায়িত্ব পালন করছ তা তোমার কাছে বেশি পছন্দনীয় হলে সেটি ভিন্ন কথা। এর উত্তরে হযরত আমর বিন আস (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে লিখেন, আমি ইসলামের তিরগুলোর মধ্যে একটি তিরমাত্র আর আল্লাহ্‌র পর আপনিই এমন ব্যক্তি যিনি এসব তির পরিচালনা করার এবং একত্র করার অধিকার রাখেন। আপনি দেখুন! এগুলোর মধ্যে থেকে যে তিরটি অত্যন্ত দৃঢ়, অধিক ভয়ঙ্কর ও উন্নতমানের সেটিকে আপনি সেদিকে নিক্ষেপ করুন যেদিক থেকে আপনি কোনো শঙ্কা দেখতে পাচ্ছেন। অর্থাৎ, আমি সর্বাবস্থায় সব ধরনের বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।

হযরত আমর বিন আস (রা.) মদীনায় এলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে নির্দেশ প্রদান করেন, তিনি যেন মদীনার বাহিরে গিয়ে তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করেন বা শিবির স্থাপন করেন যাতে মানুষ তার কাছে সমবেত হতে পারে। কুরাইশদের মধ্য থেকে অনেক সম্ভ্রান্ত মানুষ তার সাথে গিয়ে যুক্ত হয়। অর্থাৎ, যখন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, সিরিয়া অভিমুখে যেতে হবে তখন আমর বিন আস (রা.)-কে মদীনায় ডেকে আনা হয়। (তিনি) সেখানে এলে তার সাথে এখানে সেনাদল গঠন করার জন্য হযরত আবু বকর (রা.) তাকে মদীনার বাইরে শিবির স্থাপন করতে বলেন যাতে মানুষ তার নিকট আসে। তিনি (রা.) যাত্রা করতে মনস্থ করলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বিদায় দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হন।

(বিদায় জানানোর সময়) তিনি (রা.) বলেন, হে আমর! তুমি মতামত দেয়ার ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ আর রণ-দূরদর্শিতার অধিকারী। তুমি তোমার জাতির সম্ভ্রান্ত লোক ও পুণ্যবান মুসলমানদের সাথে যাচ্ছো এবং নিজের ভাইদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। তাই তাদের হিতসাধনে আলস্য দেখাবে না এবং তাদেরকে উত্তম পরামর্শ প্রদান করা থেকে বিরত থাকবে না। কেননা, তোমার মতামত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রশংসিত এবং পরিণামে আশিসপূর্ণ হতে পারে। পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে সুপরামর্শ দিতে কখনো বিরত থাকবে না। অর্থাৎ তোমার পক্ষ কোন প্রস্তাব থাকলে তুমি তা অবশ্যই দিবে। একথা শুনে হযরত আমর বিন আস (রা.) নিবেদন করেন, এটি আমার জন্য কতই না উত্তম হবে যখন আমি আপনার ধারণা সত্য প্রমাণ করে দেখাব আর আমার সম্পর্কে আপনার মতামত ভুল প্রমাণিত হবে না। হযরত আমর বিন আস (রা.) সেনাদল নিয়ে যাত্রা করেন। তার সৈন্যসংখ্যা ৬-৭ হাজারের মধ্যে ছিল এবং তাদের গন্তব্য ছিল ফিলিস্তিন। হযরত আমর (রা.) এক হাজার মুজাহিদীন বিশিষ্ট সেনাদল প্রস্তুত করেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)'র নেতৃত্বে রোমে অগ্রাভিযানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এই সেনাদল রোমানদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং শত্রুর শক্তি চূর্ণবিচুর্ণ করে তাদের ওপর বিজয় অর্জন করে আর কিছু বন্দিসহ ফিরে আসে। হযরত আমর বিন আস (রা.) এসব বন্দিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন, রোমান সেনাবাহিনী **রোভেসের** নেতৃত্বে মুসলমানদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে হযরত আমর (রা.) তার সেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেন। (এরপর) যখন রোমানরা আক্রমণ করে তখন মুসলমানরা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয় এবং রোমান সেনাবাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে। এরপর (তিনি) তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করে শত্রুর শক্তিকে বিনাশ করেন এবং তাদেরকে পালাতে এবং যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ইসলামী সেনাদল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে আর রোমানদের সহস্র সহস্র সেনা নিহত হয়, আর এভাবেই এ যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

এসব সেনাদল প্রেরণ করে হযরত আবু বকর (রা.) স্বস্তির নিঃশ্বাস নেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ এসব সেনাবাহিনীর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করবেন। এর কারণ ছিল, তাদের মাঝে এক সহস্রাধিক মুহাজির এবং আনসার সাহাবী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরম বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.)-এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাদের মাঝে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সেসব সাহাবীও ছিলেন যাঁদের সম্পর্কে তিনি (সা.) তাঁর প্রভুর সমীপে এই নিবেদন করেছিলেন যে, **'হে আল্লাহ্! আজ তুমি যদি এই ছোট্ট দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো পৃথিবীতে তোমার উপাসনা করা হবে না'।**

এরপর লিখা রয়েছে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস এ দিনগুলোতে ফিলিস্তিনে ছিল। মুসলমানদের প্রস্তুতির সংবাদ পাওয়ার পর সে অত্রাঞ্চলের নেতাদের সমবেত করে এবং তাদের সামনে জ্বালময়ী বক্তৃতা দিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে। সে মুসলমানদের সম্পর্কে বলে, এসব ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন ও অভদ্র লোক আরবের মরুভূমি থেকে উঠে এসে তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে চায়। তোমরা তাদের এমন

দাঁতভাঙ্গা জবাব দাও যেন তারা আর কখনো তোমাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোরও সাহস না পায়। সমরাস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী দিয়ে তোমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে। তোমাদের ওপর যেসব আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে, তোমরা মন-প্রাণ দিয়ে তাদের আনুগত্য করো; তোমাদেরই জয় হবে। হিরাক্লিয়াস সেখানকার বাসিন্দাদের আরবের মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে বক্তব্য দেয়। ফিলিস্তিনের লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্মত করে হিরাক্লিয়াস **দামেস্ক** আসে আর সেখান থেকে **হিমস** এবং **আন্তাকিয়ায়** পৌঁছে। আর ফিলিস্তিনের মতো এসব অঞ্চলেও সে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তৃতা দিয়ে সেখানকার লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্মত করে। আন্তাকিয়াকে হেডকোয়ার্টার বা কেন্দ্র বানিয়ে স্বয়ং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। সিরিয়াতে রোমানদের দুটি সেনাদল ছিল। একটি ফিলিস্তিনে এবং দ্বিতীয়টি আন্তাকিয়াতে। এই দুটি সেনাদল নিম্নোক্ত স্থানসমূহে নিজেদের কেন্দ্র বানিয়ে রেখেছিল। প্রথম– আন্তাকিয়া। রোমান সাম্রাজ্যের যুগে এটি সিরিয়ার রাজধানী ছিল। দ্বিতীয়– কিন্নাসরীন। এটি সিরিয়ার সীমান্ত যা উত্তর পশ্চিমে পারস্যের সংলগ্ন। তৃতীয়– হিমস। এটি সিরিয়ার সীমান্ত যা উত্তর পূর্বে পারস্যের সংলগ্ন। চতুর্থ– ওমান। বালকার রাজধানী। এখানে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। পঞ্চম– আজনাদায়েন। এটি ফিলিস্তিনের দক্ষিণে রোমানদের সামরিক রাজধানী ছিল যা আরব ভূখণ্ডের পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্ত এবং মিশরের সীমানার সঙ্গে মিলিত হতো। ষষ্ঠ– কেসারিয়া। এটি ফিলিস্তিনের উত্তরে হাইফা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত এবং এর ধ্বংসাবশেষ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। রোমান হাইকমাণ্ড বা নেতৃত্বের কেন্দ্র ছিল আন্তাকিয়া অথবা হিমস।

একটি রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হিরাক্লিয়াস যখন ইসলামী সেনাদলের আগমনের সংবাদ পায় তখন প্রথমে সে তার জাতিকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে বলে, আমার মতামত হলো, তোমরা মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নাও। খোদার কসম! তোমরা যদি সিরিয়ার অর্ধেক উৎপাদিত (ফসলের) বিনিময়েও সন্ধি করো এবং তোমাদের কাছে অর্ধেক উৎপাদন এবং রোমান অঞ্চল থাকে তাহলে তাদের পুরো সিরিয়া এবং রোমের অর্ধাংশের মালিক হওয়ার চেয়ে এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়। কিন্তু রোমবাসী উঠে চলে যায় এবং তারা তার কথায় কর্ণপাত করেনি। তাই সে তাদের একত্রিত করে হিমস নিয়ে যায় এবং সেখানে সে সেনাবাহিনী ও সৈন্যদল প্রস্তুত করতে শুরু করে। হিমসের পর হিরাক্লিয়াস আন্তাকিয়ায় যায়। যেহেতু তার কাছে অনেক বেশি সৈন্য ছিল তাই সে মনস্থ করে, মুসলমানদের প্রতিটি সেনাদলের বিপক্ষে পৃথক পৃথক সৈন্যদল প্রেরণ করবে যেন মুসলমান সেনাবাহিনীর প্রতিটি অংশকে তাদের প্রতিপক্ষের মাধ্যমে দুর্বল করে দেয়া যায়। অতএব, সে তার ভাই **তাযারেক**কে ৯০ হাজার সেনাসহ হযরত আমর (রা.)-কে মোকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করে এবং **জারজা বিন তওযেল**কে হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-কে মোকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করে। অনুরূপভাবে **ক্যায়কার বিন নাস্তুস**কে ৬০ হাজার সেনাসদস্য সহ হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে এবং হযরত শুরাহ্‌বীল বিন হাসানা (রা.)-কে মোকাবিলা করার জন্য **বারাকিস**কে প্রেরণ করে।

হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.) যখন জাবীয়ার নিকটবর্তী ছিলেন তখন তার কাছে এক ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসে, হিরাক্লিয়াস আন্তাকিয়াতে আছে এবং সে তোমাদের বিরুদ্ধে এত বিশাল সেনাদল প্রস্তুত করেছে যে, এর পূর্বে এত বিশাল সেনাদল তার পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে কেউই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করেনি। তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে পত্র লিখেন, আমি এই সংবাদ পেয়েছি যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিরিয়ার একটি জনবসতি যাকে আন্তাকিয়া বলা হয় সেখানে এসে শিবির স্থাপন করেছে এবং নিজ সাম্রাজ্যের লোকদের কাছে দূত প্রেরণ করেছে যেন তাদের জড়ো করে নিয়ে আসে। অতএব, মানুষ প্রত্যেক দুর্গম ও সুগম পথ পাড়ি দিয়ে হিরাক্লিয়াসের কাছে এসেছে। তাই এ বিষয়ে আমি আপনাকে অবগত করা সঙ্গত মনে করলাম যেন এ বিষয়ে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে উত্তরে লিখেন, আমি তোমার পত্র পেয়েছি। তুমি রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস সম্পর্কে যা লিখেছ আমি তা বুঝতে পেরেছি। পুনরায় বলেন, আন্তাকিয়াতে তার অবস্থান – তার ও তার সঙ্গীদের পরাজয় এবং এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার ও মুসলমানদের বিজয় নিহিত রয়েছে। ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি হিরাক্লিয়াসের নিজ সাম্রাজ্যের লোকদের একত্রিত করার এবং বিশাল সংখ্যায় মানুষজনের সমবেত হওয়া সম্পর্কে যা লিখেছ তা আমি এবং তুমি আগে থেকেই জানি যে, সে এমনটি করবে। কেননা, কোন জাতিই যুদ্ধ ছাড়া তার বাদশাহ্‌কে পরিত্যাগ করতে পারে না আর নিজেদের দেশ থেকেও বের হতে পারে না। পুনরায় তিনি (রা.) লিখেন, আলহামদুলিল্লাহ্ আমি জানি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়া অনেক মুসলমান মৃত্যুকে ততটাই ভালোবাসে যতটা শত্রুরা জীবনকে ভালোবাসে এবং নিজেদের যুদ্ধের (বিনিময়ে) আল্লাহ্‌র কাছে মহা প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকে তারা কুমারী নারী এবং মূল্যবান সম্পদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তাদের মাঝে একজন মুসলমান যুদ্ধের সময় সহস্র মুশরিকের চেয়ে উত্তম। তুমি তোমার সেনাদল নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো এবং যেসব মুসলমান তোমাদের মাঝে অনুপস্থিত তাদের জন্য চিন্তিত হয়ো না। নিশ্চয় মহা সম্মানিত আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন এবং একইসাথে আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য আরো লোক প্রেরণ করছি, অর্থাৎ, আরো সেনাসদস্য প্রেরণ করছি যা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং এরপর আর অতিরিক্ত (সেনার) বাসনা থাকবে না। ওয়াস্‌সালাম।

অনুরূপভাবে হযরত আমর বিন আস (রা.)'র পত্রও হযরত আবু বকর (রা.) পান। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে লিখেন, 'আমি তোমার পত্র পেয়েছি, যাতে তুমি রোমানদের সেনা-সমাবেশ করার কথা উল্লেখ করেছ। স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.)-এর সাথে আমাদেরকে বিশাল সৈন্যবাহিনীর কারণে বিজয় এবং সাহায্য দান করেন নি। আমাদের অবস্থা তো এমন ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর সাথে আমরা যখন জিহাদ করতাম, তখন আমাদের কাছে মাত্র দু'টি ঘোড়া থাকতো এবং উটের ওপরও আমরা পালাক্রমে আরোহণ করতাম। উহুদের (যুদ্ধের) দিন আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম আর আমাদের কাছে একটি মাত্র ঘোড়া ছিল, যাতে মহানবী (সা.) আরোহিত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করতেন এবং

আমাদের সাহায্য করতেন।' তিনি বলেন, 'হে আমর! স্মরণ রেখো, আল্লাহ্‌র সবচেয়ে অনুগত সে যে পাপকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে। নিজেও আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো এবং নিজের সঙ্গীদেরও আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার নির্দেশ দাও।' হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ানও হযরত আবু বকর (রা.)-কে পত্র মারফৎ সেখানকার পরিস্থিতি জানিয়ে সাহায্যের আবেদন করেন। এর উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) লিখেন, 'যখন তাদের সাথে তোমার মোকাবিলা হবে তখন নিজ সঙ্গীদের নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে; আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের অপদস্থ করবেন না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে ছোট দল বড় দলের ওপর বিজয় লাভ করে। এতদসত্ত্বেও আমি তোমাদের সাহায্যার্থে উপর্যুপরি মুজাহিদদের দল প্রেরণ করব যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয় আর তোমরা অতিরিক্ত (সৈন্যের) প্রয়োজন অনুভব করবে না, ইনশাআল্লাহ্। ওয়াসসালাম।' (নীচে) হযরত আবু বকর (রা.) স্বাক্ষর করেন।

হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কুর্দকে এই পত্র হযরত ইয়াযীদের কাছে নিয়ে যাবার জন্য দেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ তাঁর পত্র নিয়ে যাত্রা করেন এবং তিনি হযরত ইয়াযীদের কাছে পৌঁছেন আর এই পত্র মুসলমানদের সামনে পাঠ করেন, যাতে মুসলমানরা খুবই আনন্দিত হন। হযরত আবু বকর (রা.), হাশেম বিন উতবাকে ডাকেন এবং তাকে বলেন, 'হে হাশেম! নিশ্চয়ই এটি তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি সেসব মানুষের অন্তর্ভুক্ত যাদের মাধ্যমে উম্মত তার মুশরিক শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে সাহায্য লাভ করছে এবং যাদের শুভাকাঙ্ক্ষা, সুপরামর্শ, পবিত্রতা ও রণনৈপুণ্যের ওপর শাসকের বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.), হাশেমকে অর্থাৎ যাকে এই সেনাদল প্রস্তুত করার জন্য পাঠাচ্ছিলেন, তাকে বলেন; মুসলমানরা আমাকে চিঠি লিখে তাদের কাফির শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রেরণের অনুরোধ করেছে। তাই তুমি নিজ সঙ্গীদের নিয়ে তাদের কাছে যাও; আমি লোকজনকে তোমার সাথে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছি। তুমি এখান থেকে রওয়ানা হয়ে আবু উবায়দার সাথে গিয়ে মিলিত হও।' হযরত আবু বকর (রা.) জনতার মাঝে দণ্ডায়মান হন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন; এরপর বলেন, 'পরসমাচার, নিশ্চয়ই তোমাদের মুসলমান ভাইদের কেউ কেউ নিরাপদে আছে, কেউ কেউ আহত রয়েছে যাদের শুশ্রূষা করা হচ্ছে এবং তাদের সেবাযত্ন করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা শত্রুর হৃদয়ে তাদের প্রতাপ সৃষ্টি করেছেন, (তাই) তারা নিজেদের দুর্গসমূহে আশ্রয় নিয়ে সেগুলোর দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে বার্তাবাহক এই সংবাদ নিয়ে এসেছে যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাদের সামনে থেকে পালিয়ে সিরিয়ার প্রান্তে একটি জনপদে আশ্রয় নিয়েছে। তারা আমাদেরকে এই সংবাদ পাঠিয়েছে যে, হিরাক্লিয়াস সেখান থেকে অনেক বড় একটি সৈন্যদল মুসলমানদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছে। তোমাদের মুসলমান ভাইদের সাহায্যার্থে তোমাদের সেনাদল প্রেরণ করা হলো আমার সংকল্প। আল্লাহ্ তা'লা এদের মাধ্যমে তাদের পেছনের অংশকে শক্তিশালী করবেন। [অর্থাৎ এই বাহিনীর মাধ্যমে মুসলমানদের পেছন দিক সুদৃঢ় করবেন] এবং শত্রুকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদের হৃদয়ে এর (মাধ্যমে) ত্রাস সঞ্চার করবেন। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি সদয় হোন। হাশেম বিন উতবার সাথে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুরস্কার

ও কল্যাণের আশা রাখো। যদি তুমি সফল হও তাহলে বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ হবে, আর যদি মৃত্যু বরণ করো তাহলে শাহাদত ও মর্যাদা লাভ হবে।' এরপর হযরত আবু বকর (রা.) নিজের বাড়ি ফিরে আসেন এবং মানুষজন হাশেম বিন উতবার কাছে জড়ো হতে থাকে, এমনকি তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। (তাদের সংখ্যা) এক হাজার হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) তাদেরকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। হাশেম হযরত আবু বকর (রা.)-কে সালাম করে বিদায় গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বলেন, হে হাশেম! আমরা প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত, পরামর্শ ও সুপরিকল্পনা দ্বারা উপকৃত হতাম এবং যুবকদের ধৈর্য, শক্তি ও বীরত্বের ওপর আস্থা রাখতাম। আর আল্লাহ্ তা'লা তোমার মাঝে এসব গুণের সমাহার ঘটিয়েছেন। তুমি এখন যুবক এবং কল্যাণের দিকে অগ্রসরমান। শত্রুর সাথে যুদ্ধ হলে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করবে এবং ধৈর্য প্রদর্শন করবে আর স্মরণ রেখো যে, আল্লাহ্‌র পথে যে পদক্ষেপই তুমি গ্রহণ করবে, যা-ই খরচ করবে, আর যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় তুমি কাতর হবে– এর প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা তোমার আমলনামায় পুণ্যকর্ম লিখবেন। আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। হাশেম নিবেদন করেন, যদি আল্লাহ্ আমার জন্য মঙ্গল চান তাহলে আমি এমনটিই করব। শক্তি ও সামর্থ্য আল্লাহ্ তা'লাই দান করেন। আর আমি আশা রাখি যে, আমি যদি নিহত না হই তবে আমি তাদের সাথে লড়াই করব, আবার তাদের সাথে লড়াই করব, পুনরায় তাদের সাথে লড়াই করব। অতঃপর বলেন, আমি আশা করি, আমি যদি নিহত না হই তাহলে আমি তাদের সাথে বারবার লড়াই করব; অথবা তিনি একথা বলেছেন যে, আমার আকঙ্ক্ষা থাকবে আমি যেন নিহত হই এবং বারবার নিহত হই। এই হলো দুটি রেওয়ায়েত। অতঃপর তার চাচা হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস তাকে বলেন, হে ভাতিজা! তুমি যে বর্শা-ই নিক্ষেপ করবে আর যে আঘাতই হানবে সেটির উদ্দেশ্য যেন খোদার সন্তুষ্টি হয়। আর জেনে রাখো যে, তুমি অতি শীঘ্রই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছ এবং অচিরেই আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছ। আর ইহজগৎ থেকে পরকাল পর্যন্ত তোমার সাথে থাকবে সত্যনিষ্ঠ সেই পদক্ষেপ, যা তুমি উঠিয়ে থাকবে অথবা সৎকর্ম থাকবে যা তুমি সম্পাদন করেছ। হাশেম বলেন, চাচাজান! আপনি আমার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি (কোথাও) আমার অবস্থান ও সফর, সকাল-সন্ধ্যার গতিবিধি, চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা, সামরিক অভিযান পরিচালনা করা এবং নিজ বর্শা দ্বারা আঘাত করা আর নিজ তরবারি দ্বারা আঘাত করা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হয় তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। অর্থাৎ, আমার প্রতিটি কর্ম আল্লাহ্‌র খাতিরেই হবে, মানুষের জন্য নয়। তারপর (তিনি) হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছ থেকে যাত্রা করেন এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র পথ ধরে তার কাছে পৌঁছে যান। তার আগমনে মুসলমানরা আনন্দিত হয় এবং পরস্পরকে তার আগমনের সুসংবাদ দিতে থাকে।

হযরত সাঈদ বিন আমের বিন হুযায়েম এই সংবাদ লাভ করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) তাকে সিরিয়ার জিহাদে প্রেরণ করতে ইচ্ছুক। এটি হযরত আবু বকর (রা.) আরেকটি সেনাদল প্রস্তুত করছিলেন। হযরত সাঈদ বিন আমের (রা.)'র ধারণা ছিল যে, এই (দল) তার নেতৃত্বে যাত্রা করবে। যাহোক, তিনি এই সংবাদ লাভ করেন। তবে হযরত আবু বকর (রা.) যখন কিছুটা বিলম্ব করেন এবং কিছু দিন তার কাছে এর উল্লেখ করা

থেকে বিরত থাকেন তখন হযরত সাঈদ হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে এসে নিবেদন করেন, হে আবু বকর (রা.)! আল্লাহ্‌র কসম, আমি এই সংবাদ পেয়েছিলাম যে, আপনি আমাকে রোমানদের অভিমুখে প্রেরণের ইচ্ছা রাখেন। কিন্তু এরপর আমি দেখছি যে, আপনি নীরবতা অবলম্বন করছেন। আমি জানি না আমার সম্পর্কে আপনার হৃদয়ে কী ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। আপনি যদি আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করতে চান তাহলে আমাকে তার সাথে প্রেরণ করুন। আমার জন্য এর চেয়ে অধিক আনন্দের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আর আপনি যদি কাউকেই প্রেরণ না করতে চান তাহলে আমি জিহাদের আগ্রহ রাখি। আপনি আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি গিয়ে মুসলমানদের সাথে যোগ দিতে পারি। আল্লাহ্ আপনার প্রতি সদয় হোন, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোমানরা অনেক বিশাল সেনাদল সমবেত করেছে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে সাঈদ বিন আমের! সকল কৃপাকারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কৃপাকারী তোমার প্রতি দয়া করুন। আমি তোমাকে যতটুকু চিনি, তোমাকে বিনয় অবলম্বনকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী, প্রভাতে তাহাজ্জুদ আদায়কারী এবং অধিকহারে আল্লাহ্‌কে স্মরণকারীদের মাঝে গণ্য করা হয়। তখন হযরত সাঈদ (রা.) তাঁর সমীপে নিবেদন করেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। আমার প্রতি এর চেয়েও বেশি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি রয়েছে। তাঁরই অনুগ্রহ ও কৃপা (রয়েছে)। খোদার কসম! আমি যতটুকু আপনাকে চিনি, আপনি সত্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী, ন্যায়ের সাথে দৃঢ় অবস্থানকারী, মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু (আর) কাফিরদের বিরুদ্ধে খুবই কঠোর। আপনি ন্যায়ের ভিত্তিতে মীমাংসা করেন এবং ধনসম্পদ বিতরণের সময় কাউকে প্রাধান্য দেন না। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বলেন, থামো হে সাঈদ, থামো! আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় হোন। যাও এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আমি সিরিয়ায় অবস্থিত মুসলমানদের নিকট একটি সেনাদল প্রেরণ করতে যাচ্ছি এবং তাদের ওপরে আমি তোমাকে আমীর নিযুক্ত করছি। অতঃপর তিনি হযরত বেলাল (রা.)-কে নির্দেশ দেন তিনি যেন লোকদের মাঝে (এটি) ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, হে মুসলমানেরা! হযরত সাঈদ বিন আমের বিন হিযিয়ামের সাথে সিরিয়ায় অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কিছুদিনের মধ্যে তার সাথে সাতশ' জন প্রস্তুত হয়ে যায় এবং হযরত সাঈদ যখন যাত্রা করার সংকল্প করেন তখন হযরত বেলাল (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর খলীফা! আমাকে যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরেই মুক্ত করে থাকেন যাতে আমি স্বয়ং আমার মালিক থাকি এবং কল্যাণকর কাজে যোগদান করি তাহলে আপনি আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি আমার প্রভুর রাস্তায় জিহাদ করি। বেকার থাকার চেয়ে আমার কাছে জিহাদ বেশি প্রিয়। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষী আছেন যে, আমি তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরেই তোমাকে স্বাধীন বা মুক্ত করেছিলাম এবং আমি এর বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করি না। এই পৃথিবী অনেক বিস্তৃত। অতএব, যে পথ তুমি পছন্দ করো সে পথেই চলো। হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, হে সিদ্দীক! সম্ভবত আপনি আমার এ কথা অপছন্দ করেছেন এবং আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, না, খোদার কসম! আমি এ কথায় অসন্তুষ্ট নই। আমি চাই, তুমি আমার

ইচ্ছার কারণে নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ না করো। কেননা, তোমার আকাঙ্ক্ষা তোমাকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করে। হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, আপনি যদি চান তাহলে আমি আপনার কাছেই থেকে যাই। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমার জিহাদ করার আকাঙ্ক্ষা থাকলে আমি তোমাকে কখনো (এখানে) অবস্থান করার আদেশ দিবো না। আমি কেবল তোমাকে আযান দেওয়ার জন্য চাই এবং হে বেলাল! তোমার বিচ্ছেদে আমি আতঙ্ক অনুভব করি কিন্তু এমন বিচ্ছেদও আবশ্যক যার পর কিয়ামত পর্যন্ত আর সাক্ষাৎ হবে না। হে বেলাল! তুমি সৎকর্ম করতে থাকবে, এই পৃথিবীতে তোমার পাথেয় হবে সৎকর্ম এবং যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে একারণে আল্লাহ্ তোমার স্মরণকে অম্লান রাখবেন আর যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন এর সর্বোত্তম প্রতিদান দিবেন। হযরত বেলাল (রা.) তাঁর সমীপে নিবেদন করেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে সেই বন্ধু ও ভাইয়ের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। খোদার কসম! আপনি আমাদের আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যের খাতিরে ধৈর্য ধারণের এবং সত্যকে সৎকর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দিয়েছেন এটি কোনো নতুন বিষয় নয়। আর আমি মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পর অন্য কারো জন্য আযান দিতে চাই না। অতঃপর হযরত সাঈদ বিন আমের (রা.)'র সাথে হযরত বেলাল (রা.)ও রওয়ানা হয়ে যান। তিনি এটিও নিবেদন করেন যে, কেবল আযানের কারণেই যদি (এখানে) থাকতে হয় তাহলে আমার আকাঙ্খা হলো, আমি আযান দিব না। কেননা, মহানবী (সা.)-এর পর অন্য কারো জন্য আযান দিতে আমার মন সায় দেয় না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট আরো মানুষ জড়ো হয়। তিনি (রা.) হযরত মুআবিয়া (রা.)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে তার ভাই হযরত ইয়াযীদ-এর সাথে মিলিত হওয়ার আদেশ দেন। হযরত মুআবিয়া যাত্রা করে হযরত ইয়াযিদ-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। হযরত মুআবিয়া যখন হযরত খালিদ বিন সাঈদ-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন তখন তাদের অবশিষ্ট সেনারাও হযরত মুআবিয়া (রা.)'র সাথে যোগ দেয়।

এরপর হামযা বিন আবু বকর হামদানী একটি সেনাদল নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে উপস্থিত হন। এই সেনাদলের সংখ্যা প্রায় এক হাজার কিংবা এর চেয়েও বেশি ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের সংখ্যা এবং প্রস্তুতি দেখে অত্যন্ত খুশি হন এবং বলেন, মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহের কারণে সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য নিবেদিত। আল্লাহ্ সর্বদা সেসব মানুষের মাধ্যমে মুসলমানদের সাহায্য করত তাদের (আত্মিক) প্রশান্তির উপকরণ সৃষ্টি করতে থাকেন। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সুদৃঢ় করেন এবং তাদের শত্রুর শক্তি খর্ব করেন। এরপর হামযা হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে নিবেদন করেন, আপনি ছাড়া আমার ওপর আর কেউ আমীর হবেন কী? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, জ্বি; আমি তিনজন আমীর নিযুক্ত করেছি। তুমি তাদের মধ্য হতে যার সাথে ইচ্ছা গিয়ে মিলিত হও। এরপর যখন হামযা মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের কাছে জানতে চান যে, এই আমীরদের মাঝে কোন আমীর সবচেয়ে শ্রেয় এবং মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যের নিরিখে সব থেকে উন্নত মানের। তখন তাকে বলা হয়, হযরত উবায়দা বিন জারাহ্। অতএব, তিনি তার সাথে গিয়ে মিলিত হন। এটিও এসব মানুষের রসূল প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ছিল। অর্থাৎ, যে মহানবী (সা.)-এর

সবচেয়ে নিকটে ছিল আমি তার সাথে থাকব। মদীনায় জিহাদী প্রতিনিধিদলের আগমন অব্যাহত থাকে এবং হযরত আবু বকর (রা.) তাদের বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করতেন। অপরদিকে হযরত আবু উবায়দা (রা.) নিয়মিত হযরত আবু বকর (রা.)-কে পত্র লিখতে থাকেন। রোমানরা এবং তাদের অধীনস্ত গোত্রগুলো মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বিশাল সংখ্যায় সমবেত হচ্ছে তাই আমাকে বলুন যে, এমতাবস্থায় কি করা উচিত? হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র উপর্যুপরি চিঠিপত্রের কারণে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে সিরিয়া প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই খালিদ বিন ওয়ালীদের মাধ্যমে রোমানদেরকে তাদের শয়তানী চিন্তাধারা বা কুমন্ত্রণা ভুলিয়ে ছাড়ব। হযরত খালিদ (রা.) তখন ইরাকে ছিলেন। যখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে সিরিয়া যাওয়ার এবং সেখানে ইসলামী সেনাদলগুলোর নেতৃত্বভার গ্রহণের নির্দেশ দেন তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে লিখেন, পরসমাচার; আমি সিরিয়ায় শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্বভার খালিদকে অর্পণ করেছি। তুমি তার বিরোধিতা করবে না। তার কথা মানবে এবং তার নির্দেশ পালন করবে। আমি তাকে তোমার ওপরে এজন্য নিযুক্ত করিনি যে, তুমি আমার কাছে তার থেকে উত্তম নও কিন্তু আমার মতে যে রণনৈপুণ্য তার রয়েছে তা তোমার নেই। আল্লাহ তা'লা আমাদের এবং তোমার জন্য কল্যাণেরই সংকল্প করুন। ওয়াস্‌সালাম।

হযরত খালিদের ইরাক থেকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হওয়া সম্পর্কে লিখা আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র চিঠি যখন হযরত খালিদ পান তখন তিনি বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুসারে আটশ, ছয়শ বা পাঁচশ বা নয় হাজার বা ছয় হাজার (অর্থাৎ কয়েক হাজারের উল্লেখ আছে) সেনাদল নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে শত শত সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় কোন কোনটিকে হাজার হাজার (সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়)। যাহোক, তিনি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ যখন কুরাকার নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তিনি সেখানকার লোকদের ওপর আক্রমণ করেন এরপর সেখান থেকে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে অত্যন্ত কষ্টকর সফর করার পর নিজের কালো রঙের পতাকা উড়িয়ে দামেস্কের নিকটবর্তী **'সানীয়াতুল উকাব'**-এ পৌঁছেন। এ সম্পর্কে অর্থাৎ এই পতাকার সম্পর্কে লিখা আছে যে, এটি মহানবী (সা.)-এর পতাকা ছিল যার নাম ছিল উকাব। এই পতাকার কারণে সেই ঘাঁটি বা উপত্যকার নাম সানীয়াতুল উকাব আখ্যায়িত হয়। এরপর দামেস্কের পূর্ব দিকের ফটকের এক মাইল দূরত্বের একটি স্থানে হযরত খালিদ শিবির স্থাপন করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু উবায়দা তার সাথে এখানেই মিলিত হয়েছিলেন। আর শত্রুকে অবরোধ মূলত সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খালিদ দামেস্কের সামনে বেশি দিন অবস্থান করেননি। বরং সামনে অগ্রসর হয়ে **কিনাতে বুসরা** পৌঁছেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ মুসলমানদের সাথে যখন বুসরা পৌঁছেন তখন সকল সেনা এখানে সমবেত হয় আর এখানকার যুদ্ধে সবাই তাকে নিজেদের আমীর মনোনীত করেন। তিনি শহর অবরোধ করেন। কেউ কেউ বলেন যে, এই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান কেননা এটি দামেস্কের আয়ত্তাধীন ছিল, (আর) তিনি ছিলেন এর গভর্নর ও নেতা। এখানকার বাসিন্দারা এ মর্মে সন্ধিচুক্তি করে যে, তারা

মুসলমানদেরকে জিযিয়া (তথা কর) প্রদান করবে আর মুসলমানরা তাদের প্রাণ, ধন-সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তা বিধান করবে।

এরপর আজনাদায়েন-এর যুদ্ধাভিযান অথবা আজনাদীন- দু'ভাবেই লেখা আছে। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর মাঝে এটি একটি বিখ্যাত জনপদের নাম। বুসরা বিজয়ের পর হযরত খালিদ (রা.), হযরত আবু উবায়দা, হযরত শুরাহ্বীল, হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান প্রমুখকে সাথে নিয়ে হযরত আমর বিন আস'কে সহায়তার লক্ষ্যে ফিলিস্তিন অভিমুখে যাত্রা করেন। হযরত আমর সেসময় ফিলিস্তিনের নিম্নাঞ্চলে অবস্থান করছিলেন। তিনি ইসলামী সেনাদলের সাথে এসে যুক্ত হতে চাচ্ছিলেন কিন্তু রোমান সেনাদল তার পশ্চাদ্ধাবন করছিল এবং তাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করতে সচেষ্ট ছিল। রোমানরা যখন মুসলমানদের আগমন সম্পর্কে জানতে পারে তখন তারা আজনাদায়েন এর দিকে সরে যায়। হযরত আমর বিন আস যখন ইসলামী সেনাদল সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনি সেখান থেকে যাত্রা করেন এবং ইসলামী সেনাদলের সাথে গিয়ে মিলিত হন, এরপর সবাই আজনাদায়েন নামক স্থানে গিয়ে সমবেত হন এবং রোমানদের সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

অপর একটি রেওয়ায়েত এমনও আছে যে, সে মোতাবেক আজনাদায়েন যাওয়ার পূর্বে হযরত খালিদ বুসরার পরিবর্তে দামেস্ক অবরোধ করেছিলেন আর হযরত আবু উবায়দাও তার সঙ্গে ছিলেন। এই অবরোধের সময় হিরাক্লিয়াস দামেস্কবাসীদের সাহায্যার্থে একটি সেনাদলও প্রেরণ করেছিল যাদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ হয়েছিল। যাহোক, এটি পরবর্তীতে দামেস্ক জয়ের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা হবে।

যাহোক, দামেস্ক অবরোধের সময় হযরত খালিদ এবং হযরত উবায়দা জানতে পারেন যে, হিমসের শাসক একটি সেনা-সমাবেশ করেছে যাতে হযরত শুরাহ্বীল বিন হাসানার পথে হস্তক্ষেপ করতে পারে যিনি সেসময় বুসরায় অবস্থান করছিলেন। আর রোমানদের একটি বিশাল সেনাদল আজনাদায়েন নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছে। এই সংবাদ হযরত খালিদ এবং হযরত আবু উবায়দাকে উৎকণ্ঠিত করে কেননা, তারা তখন দামেস্কবাসীর সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। তখন হযরত খালিদ এবং হযরত আবু উবায়দা পরস্পর পরামর্শ করেন। হযরত আবু উবায়দা বলেন, আমার পরামর্শ হলো, আমরা এখান থেকে রওয়ানা হই এবং শত্রু হযরত শুরাহ্বীলের কাছে পৌঁছার পূর্বেই আমরা তার কাছে পৌঁছে যাব। হযরত খালিদ বলেন, আমরা যদি হযরত শুরাহ্বীলের দিকে অগ্রসর হই তাহলে আজনাদায়নে অবস্থানরত রোমান সেনাদল আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে তাই আমার পরামর্শ হলো, আমরা এই বিশাল সেনাদল অভিমুখে এগোই যারা আজনাদায়নে ঘাঁটি গেঁড়েছে আর হযরত শুরাহ্বীলের কাছে সংবাদ প্রেরণ করি এবং তার উদ্দেশ্যে ধাবমান শত্রুদলের গতিবিধি সম্পর্কে তাকে অবগত করি এবং তাকে বলি যে, তিনি যেন আজনাদায়নে এসে আমাদের সাথে মিলিত হন। একইভাবে আমরা হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান এবং হযরত আমরকেও সংবাদ পাঠাবো যে, তারা যেন আজনাদায়নে এসে আমাদের সাথে মিলিত হন, এরপর আমরা (সম্মিলিতভাবে) শত্রুর মোকাবিলা করব। তখন হযরত আবু উবায়দা বলেন, (আপনার) এই পরামর্শ অতি উত্তম, আল্লাহ্ এতে বরকত দিন। এ অনুযায়ী আমল করুন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু উবায়দা

হযরত খালিদকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আমাদের সৈন্যরা সিরিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাই তাদের সবাইকে পত্র লেখা হোক, তারা যেন আমাদের সাথে আজনাদায়েন-এ এসে মিলিত হয়। অতএব, হযরত খালিদ যখন দামেস্ক থেকে আজনাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করার সংকল্প করেন তখন সকল আমীরকে পত্র মারফৎ আজনাদায়েন-এ সমবেত হওয়ার নির্দেশ প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ এবং হযরত আবু উবায়দাও মানুষজনকে নিয়ে দামেস্ক অবরোধ পরিত্যাগ করে আজনাদায়েন-এ অবস্থানকারীদের উদ্দেশ্যে দ্রুততার সাথে রওয়ানা হন। হযরত আবু উবায়দা সেনাদলের পশ্চাৎভাগে ছিলেন। দামেস্কবাসী পশ্চাদ্ধাবন করে হযরত আবু উবায়দার নাগাল পেয়ে যায় এবং তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। তিনি ছিলেন দু'শ জনের সাথে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল নারী, শিশু, মালপত্র এবং বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম সম্বলিত কাফেলা। এক বর্ণনানুসারে, তাদের তত্ত্বাবধান ও সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এক হাজার (বিভিন্ন বাহনে) আরোহী দলও ছিল। যাহোক, দামেস্কবাসী সংখ্যায় ছিল বিশাল। হযরত আবু উবায়দা তাদের সাথে তুমুল যুদ্ধ করেন। এ সংবাদ যখন আরোহী দলের সাথে সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে থাকা হযরত খালিদ (রা.)'র কাছে পৌঁছে তখন তিনি ফিরে আসেন এবং তার সাথে অন্যরাও ফিরে আসে। এরপর আরোহীরা রোমানদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদেরকে (হত্যা করে) লাশের ওপর লাশ ফেলতে ফেলতে তিন মাইল পর্যন্ত তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেন, অবশেষে তারা আবার দামেস্কে গিয়ে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে আজনাদায়নে অবস্থানরত রোমান সেনাবাহিনী তাদের অন্য সেনাদলের কাছে পত্র প্রেরণ করে এবং তাদেরকেও আজনাদায়নে আসার নির্দেশ দেয়। রোমানদের এই সেনাদল হযরত শুরাহ্‌বীলের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে বুসরা অভিমুখে যাচ্ছিল। অতএব, সেই সৈন্যরাও আজনাদায়নে চলে আসে। একইভাবে হযরত খালিদের নির্দেশনা মোতাবেক গোটা ইসলামী সেনাদলও আজনাদায়েন-এ এসে সমবেত হয়। রোমান সেনাপতি মুসলমানদের অর্থ-সম্পদের প্রলোভন দেখিয়ে ফেরত পাঠাতে চায় কেননা তার ধারণা ছিল, ইরানীদের মতো এরাও ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন জাতি। লুটপাটের উদ্দেশ্যে নিজেদের দরিদ্র দেশ থেকে বেরিয়েছে। তারা বহু শতাব্দী ধরে অসভ্য, অজ্ঞ, নিঃস্ব, সুবিধা বঞ্চিত, যাযাবর আরব জাতির কাছ থেকে তারা কোনো মহান উদ্দেশ্যের ধারণাও করতে পারতো না। তাই হযরত খালিদ (রা.)-কে একটি প্রস্তাব দেয়, যদি তিনি ও তার সেনাদল ফিরে যায় তাহলে প্রত্যেক সৈন্যকে একটি পাগড়ী, এক জোড়া বস্ত্র, একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেয়া হবে। সেনাপতিকে দশ জোড়া পোশাক এবং একশ' স্বর্ণমুদ্রা আর খলীফাকে একশ' জোড়া (পরিধেয়) বস্ত্র এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেয়া হবে। সে বলে, এরা ডাকাত ও লুটতরাজকারী; এদেরকে এই পরিমাণ দিয়ে বিদায় করে দাও। হযরত খালিদ (রা.) এই প্রস্তাব শুনে তাচ্ছিল্যভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলেন, হে রোমানরা! আমরা তোমাদের এই দানকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করছি। কেননা, অচিরেই তোমাদের অর্থ-সম্পদ, তোমাদের গোত্র ও তোমাদের জাতি-গোষ্ঠী আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। উভয় সেনাদলই যখন নিকটবর্তী হয় তখন রোমানদের একজন নেতা একজন আরবকে ডেকে বলে, তুমি মুসলমানদের মধ্যে (গুপ্তচর হিসেবে) প্রবেশ করো। সেই আরব ব্যক্তি মুসলমান ছিল না। তাদের মাঝে এক দিবারাত্রি অবস্থান করো। এরপর

আমার কাছে তাদের সংবাদ নিয়ে আসো। সে লোকজনের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে। আরবের লোক হওয়ার কারণে কেউ তাকে আগন্তুক মনে করেনি। সে মুসলমানদের মাঝে এক দিন এবং এক রাত অবস্থান করে। এরপর যখন সে রোমান নেতার কাছে ফিরে আসে তখন সে জিজ্ঞেস করে, কি সংবাদ নিয়ে এলে? সে বলে, সংবাদ যদি জানতে চাও তাহলে শোনো! এরা ইবাদত করে রাত কাটায়, অর্থাৎ নিশিথে ইবাদতকারী আর দিনে অশ্বারোহী। নিজেদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠার খাতিরে তাদের রাজপুত্রও যদি চুরি করে তবে তার হাত কেটে দেয়, আর যদি ব্যভিচার করে তাহলে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে। রোমান নেতা তাকে বলে, তুমি আমাকে যা বলছ তা যদি সত্য হয় তাহলে ভূপৃষ্ঠে তাদের সাথে মোকাবিলা করার চেয়ে মাটির নীচে আশ্রয় নেওয়াই শ্রেয়! আমি চাই, আল্লাহ্ যেন আমার প্রতি অন্তত এতটুকু দয়া করেন যে, আমাকে এবং তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেন। তাদের বিরুদ্ধে আমাকে যেন সাহায্য না করেন আর আমার বিরুদ্ধে তাদেরকেও যেন (সহযোগিতা) না করেন। তারীখে তাবরীতে একথা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

যাহোক, সকাল বেলা লোকেরা পরস্পরের নিকটবর্তী হয়, তখন হযরত খালিদ (রা.) (তাঁবুর) বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং সেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেন। হযরত খালিদ (রা.) লোকদেরকে জিহাদের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে করতে যেতে থাকেন এবং এক জায়গায় থেমে থাকতেন না। আর তিনি (রা.) মুসলমান নারীদের নির্দেশ দেন, তারা যেন দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকেন এবং যোদ্ধাদের পেছনে দণ্ডায়মান থাকেন, আল্লাহ্কে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছেই আহাজারি করতে থাকেন। আর মুসলমান পুরুষদের মধ্য হতে কেউ তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে (তথা পিছু হটলে) নিজ সন্তানদের তার দিকে তুলে ধরে যেন বলে যে, নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করো। হযরত খালিদ (রা.) প্রত্যেক দলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করো; আর আল্লাহ্র পথে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করেছে। আর নিজেদের গোড়ালিতে (ভর করে) ফিরে যেও না। এছাড়া তোমরা তোমাদের শত্রুকে দেখে ভীত-ত্রস্ত হয়ো না বরং সিংহের ন্যায় অগ্রসর হও যেন (তাদের) প্রভাব বা ভীতি কেটে যায় আর তোমরা হলে স্বাধীন সম্মানিত মানুষ। তোমাদেরকে পার্থিবতাও দেয়া হয়েছে আর পারলৌকিক প্রতিদানও তোমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে নির্ধারিত বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। তোমরা শত্রুর যে আধিক্য দেখছ তা যেন তোমাদেরকে ভীতিগ্রস্ত না করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর আযাব ও শাস্তি তাদের ওপর অবতীর্ণ করবেন। হযরত খালিদ লোকজনকে বলেন, আমি যখন আক্রমণ করবো তখন তোমরাও আক্রমণ করবে। এরপর উভয় সেনাদলের মাঝে তুমুল যুদ্ধ হয়। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ মুসলমানদেরকে এভাবে উপদেশ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেন যে, হে লোকসকল! আল্লাহ্র সামনে নিজেদের মৃত্যুকে স্মরণ রাখবে আর যুদ্ধ থেকে পলায়ন করে জাহান্নামের অধিকারী হয়ো না। হে ধর্মের সুরক্ষাকারী, হে কুরআন পাঠকারী! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। যখন তুমুল যুদ্ধ হয় তখন রোমানরা পালিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে। এরা যখন নিজ অঞ্চলে পৌঁছে যায় তখন ওয়ারদান স্বজাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করে বলে, অবস্থা এমনই চলতে থাকলে এই দেশ ও ধন-সম্পদ তোমাদের হাতছাড়া যাবে। তাই ভালো হবে, এখনো সময় আছে নিজেদের মনের মরিচা ধুয়ে ফেল। আমাদের মনে কখনো ধারণাও

আসে নি যে, এই রাখাল, ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন আরব ক্রীতদাসরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও খরা আমাদের দিকে ধাবিত করেছে আর এখন এরা এখানে এসে ফল-ফলাদি খেয়েছে, জবের স্থলে গমের রুটি পেয়েছে, সিরকার স্থলে মধু খাচ্ছে, ডুমুর, আঙ্গুর এবং উপাদেয় সব জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করছে। এরপর সে কতিপয় নেতার পরামর্শ চায় তখন জনৈক নেতা পরামর্শ দেয় যে, তোমরা যদি মুসলমানদের পরাজিত করতে চাও তাহলে তাদের আমীরকে ছলে বলে কৌশলে ডেকে এনে হত্যা করো, তাহলে অন্যরা সবাই পালিয়ে যাবে। তোমরা প্রথমে গোত্রের দশজন সৈন্য প্রেরণ করো তারা যেন ওঁৎ পেতে বসে থাকে এরপর মুসলমানদের আমীরকে একাকি সংলাপ এবং আলোচনার জন্য আহ্বান করো; সে যখন আলোচনার উদ্দেশ্যে আসবে তখন ওঁৎ পেতে থাকা সৈন্যরা আক্রমণ করে তাকে হত্যা করবে। অতএব, রোমানদের নেতা একজন বাকপটু ও বাগ্মী ব্যক্তিকে হযরত খালিদের কাছে প্রেরণ করে। দূত যখন মুসলমানদের কাছে এসে পৌঁছে তখন সে উচ্চস্বরে বলে, হে আরববাসী! তোমরা কি রক্তপাত ও হানাহানির ইতি টানবে না? আমরা সন্ধির একটি প্রস্তাব চিন্তা করেছি, তাই সমীচীন হবে তোমাদের নেতা যেন আমার সাথে আলোচনার জন্য সামনে এগিয়ে আসেন। হযরত খালিদ এগিয়ে গিয়ে তাকে বলেন, তুমি যে বার্তা নিয়ে এসেছ তা বর্ণনা করো তবে যা বলার সত্য বলবে। সে বলে, আমি এ উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হয়েছি যে, আমাদের আমীর রক্তপাত পছন্দ করেন না। এখন পর্যন্ত যারা মারা গেছে সেজন্য তিনি দুঃখিত। তাই তার মতামত হলো, তোমাদেরকে কিছু ধন-সম্পদ দিয়ে একটি সন্ধিচুক্তি করা যাতে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। আলোচনার সময় আগত দূতের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা এমনই ভীতি সঞ্চার করেন যে, সে নিজ পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার বিনিময়ে তার নেতার পুরো ষড়যন্ত্র হযরত খালিদের সামনে ফাঁস করে দেয়। ষড়যন্ত্রের যতটুকু সে জানতো অর্থাৎ কীভাবে অতর্কিতে হযরত খালিদের ওপর আক্রমণ করবে (সব বলে দেয়)। হযরত খালিদ (রা.) বলেন, তুমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করো তাহলে আমি তোমাকে ও তোমার পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এরপর সে চলে যায় এবং তার নেতাকে গিয়ে বলে, হযরত খালিদ তার সাথে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছে। সে খুব খুশি হয় এবং আলোচনার জন্য যে জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছিল সেখানে তার দশজন সৈন্যকে একটি টিলার পেছনে লুকিয়ে রেখে ওঁৎ পেতে বসে থাকার নির্দেশ দেয়। হযরত খালিদকে যেহেতু ষড়যন্ত্রের কথা (পূর্বেই) বলে দেয়া হয়েছিল তাই তিনি এ বিষয়ে অবগত ছিলেন। অতএব, তিনি হযরত যিরারসহ দশজন মুসলমানকে সেই স্থানে প্রেরণ করেন যেখানে শত্রুরা ওঁৎ পেতে বসে ছিল। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে রোমান সৈন্যদের ধরে ফেলে এবং সবাইকে হত্যা করে তাদের স্থলে এরা বসে যায়। হযরত খালিদ (রা.) রোমানদের আমীরের সাথে আলোচনার জন্য চলে যান। উভয়পক্ষের সেনাদল পরস্পরের বিপরীতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোমান নেতাও সেখানে পৌঁছে যায়। হযরত খালিদ তার সাথে আলোচনার সময় বলেন, তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে আমাদের ভাই হয়ে যাবে, নতুবা জিযিয়া বা কর দাও অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। রোমান নেতার ওঁৎ পেতে থাকা সৈন্যদের ওপর আস্থা ছিল; তাই সে অকস্মাৎ হযরত খালিদ (রা.)'র ওপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করে বসে এবং তাঁর উভয় বাহু ধরে ফেলে। হযরত খালিদ (রা.)ও তার ওপর আক্রমণ করেন। রোমান নেতা তার

লোকদের ডাক দিয়ে বলে তাড়াতাড়ি আস, আমি মুসলমানদের আমীরকে ধরে ফেলেছি। টিলার পেছনে সাহাবীরা এই আওয়াজ শুনতে পেয়ে তরবারি বের করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওয়ারদান প্রথমে মনে করেছিল, এরা আমার লোক। কিন্তু যখন হযরত যিরার (রা.)'র প্রতি দৃষ্টি পড়ে তখন সে হতভম্ব হয়ে যায়। এরপর হযরত যিরার (রা.) ও অন্য সৈন্যরা মিলে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে। রোমানরা যখন তাদের নেতার মৃত্যুসংবাদ পায় তখন তাদের মনোবল হারিয়ে যায়। এরপর লোকজন পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। রোমানদের আরেকজন নেতা মুসলমানদের যুদ্ধের এই অবস্থা দেখে তার লোকদের বলে, আমার মাথা কাপড় দিয়ে বেঁধে দাও। তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, কেন? সে বলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত অশুভ, আমি এদিন দেখতে চাই না। আমি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কঠিন দিন আর দেখি নি। বর্ণনাকারী বলেন, যখন মুসলমানরা তার শিরচ্ছেদ করে তখন তা কাপড়ে জড়ানো ছিল। এই যুদ্ধে রোমানদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ছিল। মুসলমানদের সংখ্যা ত্রিশ হাজার এবং আরেক বর্ণনানুযায়ী পঁয়ত্রিশ হাজার ছিল। এই যুদ্ধে তিন হাজার রোমান নিহত হয় এবং তাদের পরাজিত সৈন্যরা অন্যান্য শহরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। আজনাদায়েন বিজয়ের পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে একটি পত্র মারফৎ এই সুসংবাদ প্রদান করেন। এর টেক্সট বা বাক্যাবলী হলো, 'আস্সালামু আলাইকুম। আমি আপনাকে সংবাদ দিচ্ছি যে, আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং তারা আমাদের বিপরীতে বিশাল সৈন্যবাহিনী আজনাদায়েন-এ সমবেত করে রেখেছিল। তারা তাদের ক্রুশগুলো উঁচু করে রেখেছিল এবং গ্রন্থাবলী ধারণ করে রেখেছিল এবং তারা আল্লাহ্'র শপথ করেছিল, আমাদেরকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত অথবা আমাদেরকে শহর থেকে বহিস্কার না করা পর্যন্ত তারা পলায়ন করবে না। আমরাও আল্লাহ্ তা'লার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা করে বের হই। এরপর আমরা তাদের ওপর কিছুটা বর্শা দিয়ে আক্রমণ করি, এরপর তরবারি বের করি এবং এর মাধ্যমে শত্রুর ওপর ততটুকু সময় পর্যন্ত আঘাত করতে থাকি, উট জবাই করে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি তাঁর সাহায্য অবতীর্ণ করেন এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং কাফিরদেরকে পরাজিত করেন। আমরা প্রত্যেক প্রশস্ত পথে, প্রত্যেক উপত্যকায় এবং প্রতিটি নিম্নাঞ্চলে তাদেরকে হত্যা করেছি। স্বীয় ধর্মকে বিজয় দান করার, স্বীয় শত্রুকে লাঞ্ছিত করতে এবং স্বীয় বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কারণে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্'র জন্যই নিবেদিত। এই পত্র যখন হযরত আবু বকর (রা.)'র সামনে পাঠ করা হয় তখন তিনি (রা.) অন্তিম রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এই বিজয় তাঁকে আনন্দিত করে এবং তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, সকল প্রশংসা আল্লাহ্'র যিনি মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছেন এবং এর মাধ্যমে আমার চোখকে শীতল করেছেন।

আজনাদায়েন এর যুদ্ধ সম্পর্কে এই সংশয়ও রয়েছে যে, এটি কবে হয়েছিল? কারও কারও মতে এটি হযরত উমর (রা.)'র যুগে হয়েছিল; এ সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ রয়েছে তাও উল্লেখ করছি। যেমন এই প্রশ্ন তোলা হয় যে, এটি কখন হয়েছে? এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। এক বর্ণনানুযায়ী এই যুদ্ধ ত্রয়োদশ হিজরীতে হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর ২৪ দিন অথবা ২০ দিন কিংবা ৩৪ দিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল; আবার

কতক ঐতিহাসিকের মতে, এই যুদ্ধ হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে ১৫ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। যাহোক, এটি আমাদের গবেষকদের গবেষণা ও ধারণা। আর এই ধারণাই সঠিক মনে হয়। বেশিরভাগ সম্ভাবনা এটিই যে, আজনাদায়েন নামক স্থানে দু'বার যুদ্ধ হয়ে থাকবে, প্রথমবার হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে আর দ্বিতীয়বার হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে। কেননা, কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থে উভয় ক্ষেত্রে ইসলামী সৈন্যদলের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। ত্রয়োদশ হিজরীতে সংঘটিত যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) আর ১৫ হিজরীতে সংঘটিত যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন হযরত আমর বিন আস। যাহোক, ওয়াল্লাহু আ'লাম অর্থাৎ আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

দামেস্ক বিজয় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে, তা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)